যুগান্তর

তারিখ 22 JAN 2006
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে ২০ দফা সুপারিশ প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করিতে যাইতেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গভর্নেন্স ও প্রোপার ম্যানেজমেন্ট নিশ্চিত করিতে একটি 'আমব্রেলা ল' প্রণয়নে সুপারিশ রহিয়াছে ঐ মাস্টার প্ল্যানে। মূলত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যেই সকল বিশৃঙ্খলা ও অপরাজনীতি রহিয়াছে, উহার সমাধানকল্পেই কমিশন ২০ দফা পরিকল্পনা করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিবেশ অনুকূল করিতে হইলে ৭৩-এর স্বায়ত্তশাসন অনুচ্ছেদ সংস্কারসহ অনেক চিহ্নিত বিষয়েই সংস্কার করা অতীব জরুরি।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ম্যানেজমেন্ট ভাল ও গতিশীল নহে, উহা সর্বমহলেই স্বীকৃত। সংস্কার বিষয়টি দীর্ঘকাল ধরিয়াই অনুভূত হইয়াছিল। কারিকুলাম ও যুগোপযোগী বিষয়ের বিস্তার খোলার ব্যাপারে একটা উর্ধ্বতন অধিক ক্ষমতাবান নীতিনির্ধারক কর্তৃপক্ষ থাকাই উচিত। 'আমব্রেলা ম্যানেজমেন্ট', কারিকুলাম সংস্কার, উন্নয়ন, পাঠদান পদ্ধতির উন্নয়ন, পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার যে কতটা জরুরি, তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। সত্যিকার অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলিকে মূলধারার রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখিতে শিক্ষকদের লজুড়বৃত্তি বন্ধ করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়ভাবে ইউজিসি টিচার্স রিক্রুটমেন্ট গঠন যৌক্তিক। বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতিতে দলীয়করণের সুযোগ রহিয়াছে। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক মেধাহীন, নিম্নমানের শিক্ষক নিয়োগ পাইয়াছেন। তাহাদের অযোগ্যতার কারণেও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ক্ষুণ্ন হইয়াছে, হইয়া কর্তৃপক্ষসহ সাধারণ মানুষও চিন্তিত। এই নানামুখী সমস্যা-সঙ্কট হইতে উচ্চশিক্ষা মুক্ত করিতে ইউজিসির এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে ভাল। আমরাও আশাবাদী, প্রধানমন্ত্রী যাহার জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ঘোষণার বাস্তবায়ন রূপ ইউজিসির এই সুপারিশ পরিকল্পনাকে গ্রহণ করিবেন। দীর্ঘমেয়াদি, চার ধাপে বাস্তবায়নযোগ্য এই সুপারিশ আগামী ২০ বৎসরে বাস্তবায়িত হইলে যেমন প্রয়োজনীয়সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, তেমনি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষা কারিকুলামও সময়োপযোগী হইয়া উঠিবে। তবে দুর্ভাগ্য ইহাই যে, পাশ্চাত্যে নিয়তই জনগণের চাহিদাভিত্তিক পাঠ্য-কারিকুলাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমাদের দেশে একবার পাঠ্য-কারিকুলাম নির্ধারিত হইলে উহা সংস্কার, সময়োপযোগী, কর্মমুখী করিবার তেমন কোন উদ্যোগই লওয়া হয় না। বর্তমান যুগ বিশ্বায়ন ও বিজ্ঞানের এক সমন্বিত জ্ঞান ধারণার যুগ। উন্নত দেশগুলিতে এখন ইলেক্ট্রনিক্স ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফাইন আর্টস ইকোনমিক্সের সমন্বিত পাঠ-কারিকুলাম শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদের দেশে এইভাবে কর্মভিত্তিক ও জ্ঞাননির্ভর কারিকুলাম রচনা করিবার চিন্তা নাই বলিলেই চলে। ইউজিসি এই সংস্কার চিন্তাকে তাই সাধুবাদ জানাইয়া বলিতে চাহি– উন্নত বিশ্বের উন্নয়ন ও কর্মধারাভিত্তিক শিক্ষার বিষয় আমাদের নয়া প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জন্য ভাবিতে হইবে। মেডিকেল কারিকুলামের ক্ষেত্রেও সমস্যাকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করা যাইতে পারে। মালয়েশিয়াসহ অনেক দেশেই ইন্টিগ্রেটেড শিক্ষা কারিকুলাম প্রচলিত। তবে সরকার প্রধানকে এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, দেশের সুবিধাবঞ্চিত গ্রামের মানুষদের নিকট প্রাথমিক বিদ্যালয় আজও সহজলভ্য নহে। শিশুদের মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা সুবিধাভোগী শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য আরও উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হইবে প্রাথমিক শিক্ষা বঞ্চনা দূর করা সংক্রান্ত অঙ্গীকারের বরখেলাপ। উচ্চশিক্ষা প্রসারে ইউজিসির প্রস্তাব সুপারিশ গৃহীত হইলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মান যেমন বাড়িবে তেমনি লজ্জার ভাত হইতেও সংশ্লিষ্টরা বাঁচিয়া যাইবে।